দৈনিক ইনকিলাব

দৈনিক ইনকিলাব

049

তারিখ 23 JUL 1986
পৃষ্ঠা 2 কলাম 1

ধর্মমন্ত্রী মাওলানা এম এ মান্নানের সম্মানে জমিয়াতুল মোদারেছীনের সম্বর্ধনা

শিক্ষকদের সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি ও সামাজিক মর্যাদার নিশ্চয়তা বিধান করা হবে

॥ ইনকিলাব রিপোর্ট ॥

ধর্মমন্ত্রী আলহাজ্জ মাওলানা এম এ মান্নান শিক্ষকদের জন্য অর্জিত সুযোগ-সুবিধা অক্ষুণ্ণ রাখা, তাঁদের আর্থিক সুবিধা বৃদ্ধি এবং সামাজিক মর্যাদার নিশ্চয়তা বিধানে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালানোর নিশ্চয়তা দিয়েছেন। গত সোমবার ঢাকার একটি হোটেলে তাঁর সম্মানে বাংলাদেশ জমিয়াতুল মোদারেছীন আয়োজিত এক সম্বর্ধনা অনুষ্ঠানে ভাষণ দানকালে তিনি এই নিশ্চয়তা প্রদান করেন।

এই প্রাণঢালা মনোজ্ঞ সম্বর্ধনা অনুষ্ঠানে দেশের প্রতিটি জেলা-উপজেলা থেকে মাদ্রাসা শিক্ষক প্রতিনিধি, সরকারী কলেজ শিক্ষক সমিতি, বেসরকারী কলেজ শিক্ষক সমিতি, বেসরকারী স্কুল শিক্ষক সমিতির নেতৃবৃন্দ, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইসচ্যান্সেলর, ইরাক ও আলজিরিয়ার রাষ্ট্রদূত, সউদী রাষ্ট্রদূতের প্রতিনিধি, ইসলামী ফাউন্ডেশনের ডিজি, মাদ্রাসা বোর্ডের চেয়ারম্যান, বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের পদস্থ সরকারী অফিসারবৃন্দ এবং বিশিষ্ট শিক্ষাবিদগণ যোগদান করেন।

বাংলাদেশ জমিয়াতুল মোদারেসীন লক্ষাধিক মাদ্রাসা শিক্ষকদের একমাত্র সংগঠন। এ সংগঠনকে একটি বলিষ্ঠ সংগঠনে রূপ দিয়েছেন মাওলানা এম এ মান্নান। দেশের অবহেলিত, বঞ্চিত মাদ্রাসা শিক্ষকদেরকে তিনি করেছেন ঐক্যবদ্ধ। তাঁদের জন্য সার্ভিস রুল, বেতন স্কেল, হাউজ রেন্ট, চিকিৎসা ভাতা ইত্যাদি বহু সুযোগ-সুবিধা আদায় করে দিয়ে আর্থিক ও সামাজিক দিক দিয়ে তিনি তাদেরকে করেছেন সুপ্রতিষ্ঠিত। এজন্য মাদ্রাসা শিক্ষকগণের শ্রদ্ধা ও ভালবাসা অন্তহীন তাঁর প্রতি। তিনি তাঁদের একমাত্র নেতা, প্রাণপ্রিয় নেতা—তাঁদের সংগঠনের সভাপতি। এই সভাপতি হয়েছেন ধর্মমন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী। এজন্য প্রতিটি মাদ্রাসা শিক্ষক আবেগাকুল, হর্ষোৎফুল্ল। তাঁরা এ গৌরবকে মনে করছেন নিজেদেরই গৌরব, তাঁরা একে দেখছেন শিক্ষক সমাজ বিশেষ করে মাদ্রাসা শিক্ষক সমাজের সেবার 'স্বীকৃতি' রূপে। তাই তাঁরা তাঁদের হৃদয়ের সেই আনন্দ, সেই উচ্ছাস প্রকাশ করতে তাঁদের একচ্ছত্র নেতাকে সম্বর্ধনা জানাতে দেশের বিভিন্ন জেলা-উপজেলা থেকে ছুটে এসেছেন রাজধানী ঢাকায়। প্রত্যেকের হাতে ফুলের ইসলামী আদর্শ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে বলিষ্ঠতর ভূমিকা পালনের প্রত্যাশা করে তা বিশেষ ভাবে উল্লেখ করা হয়।

মন্ত্রীকে অভিনন্দন জানিয়ে বক্তৃতা করেন সংগঠনের সেক্রেটারী জেনারেল মাওলানা খোন্দকার নাসীর উদ্দীন। তিনি বঞ্চিত, অবহেলিত বেসরকারী স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসার শিক্ষকদের আর্থিক নিরাপত্তা ও সামাজিক মর্যাদা আদায়ের জন্য যে দুর্বার আন্দোলন চালিয়ে সাফল্য এনে দিয়েছেন তজ্জন্য তাঁকে অভিনন্দন জানিয়ে ইসলামী আদর্শ সমাজের সর্বক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠার জন্য বাস্তব কর্মসূচী নিয়ে এগিয়ে যাওয়ার আহবান জানান।

বেসরকারী কলেজ শিক্ষক সমিতির পক্ষ থেকে সমিতির সভাপতি ও শিক্ষক সমিতি ফেডারেশনের যুগ্ম মহাসচিব অধ্যক্ষ একে, এম, শহীদুল্লাহ এবং বেসরকারী স্কুল শিক্ষক সমিতির পক্ষ থেকে সংগঠনের মহাসচিব ও ফেডারেশনের যুগ্ম মহাসচিব আজীজুল হক শাহ মন্ত্রীকে অভিনন্দন জানিয়ে বক্তৃতা করেন। তাঁরা শিক্ষা ক্ষেত্রে শিক্ষকদের কল্যাণে ১৯৬২ সাল থেকে তাঁর বিভিন্ন পদক্ষেপ ও বলিষ্ঠ ভূমিকার উচ্ছসিত প্রসংশা করেন।

নিজ সংগঠনের সহকর্মী, ভক্ত ও সহযোগিদের অকৃত্রিম ভালবাসা, উষ্ণ সম্বর্ধনা লাভ করেও উচ্ছসিত আবেগ দেখে অভিভূত হয়ে পড়েন শ্রদ্ধেয় মন্ত্রী। তিনি সম্বর্ধনার উত্তর দিতে গিয়ে স্মৃতিচারণ করে কর্মজীবনের বিভিন্ন অধ্যায়ের এবং বিভিন্ন সময়ে আন্দোলনের বিভিন্ন পর্যায়ে তাঁদের মূল্যবান সহযোগিতা ও ভালবাসার জন্য জানান কৃতজ্ঞতা। তিনি সংগঠন থেকে, তাঁর লোকদের থেকে, জনতা থেকে কখনও যেন বিচ্ছিন্ন না হন সর্বাবস্থায় যেন তাদের সাথে একাত্ম থাকতে পারেন এই আশা ব্যক্ত করে, সর্বদা তাকে সহযোগিতা করার ও সৎপরামর্শ দানের জন্য উদাত্ত আহবান জানান। উদাহরণ পেশ করে তিনি বলেন, গ্রাউণ্ডকন্ট্রোল হারিয়ে গেলে যেমন পাইলটের দুর্ঘটনায় পতিত হওয়ার আশঙ্কা থাকে তেমনি কোন নেতা তার গ্রাউণ্ড কন্ট্রোল তথা তাঁর জনতা থেকে যখন বিচ্ছিন্ন হন তখনই ঘনিয়ে আসে তাঁর পতন। এ অবস্থা যেন তাঁর জীবনে কখনও না আসে এজন্য কামনা করেন তিনি সকলের সহযোগিতা।

শিক্ষকসমাজের কল্যাণে মহামান্য প্রেসিডেন্ট যে সকল গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন মন্ত্রী তার উচ্ছসিত প্রশংসা করে বলেন, তিনি শুধু শিক্ষক সমাজকে অর্থনৈতিক দিক থেকেই নিরাপত্তার নিশ্চয়তা দিতে চেষ্টা করেননি বরং স্বয়ং শিক্ষক সংগঠনের অর্থাৎ বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতি ফেডারেশনের চেয়ারম্যানের পদ গ্রহণ করে তাদের করেছেন সম্মানিত, দেখিয়েছেন তাদের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা ও ভালবাসা। গণতন্ত্রে সফল উত্তরণের জন্য তাঁর প্রয়াসেরও তিনি প্রশংসা করেন।

পরীক্ষায় দুর্নীতি ও শিক্ষাঙ্গনের বিশৃঙ্খলা বিদূরিত করে শিক্ষাঙ্গনে শিক্ষার পবিত্র পরিবেশ ফিরিয়ে এনে শিক্ষার মান উন্নয়নের জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালিয়ে যাওয়ার আহবান জানিয়ে মন্ত্রী বলেন, জাতির উন্নতি ও সমৃদ্ধির জন্যে এর বিকল্প কিছুই নেই। এক্ষেত্রে ব্যর্থতা জাতির জন্য সমূহ সর্বনাশ ডেকে আনতে পারে বলেও তিনি আশঙ্কা প্রকাশ করেন।

তিনি শিক্ষকদের জন্য অর্জিত সুযোগ-সুবিধা যাতে অক্ষুণ্ণ থাকে এবং তাদের আর্থিক সুবিধা বৃদ্ধি ও সামাজিক মর্যাদার নিশ্চয়তা নিশ্চিত হয় তজ্জন্য সরকারী পর্যায়ে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালানোর প্রতিশ্রুতি দেন।

অনুষ্ঠানে সভাপতির ভাষণে জমিয়াতের সিনিয়র সহ সভাপতি মাওলানা এম, এ, সালাম মন্ত্রীকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানান এবং তাঁর প্রদত্ত সব প্রতিশ্রুতি যেন তিনি পালন করতে পারেন এবং সর্ব ক্ষেত্রে যেন তিনি সাফল্য অর্জন করেন এজন্য আল্লাহর দরবারে মুনাজাত করেন। সবশেষে ধন্যবাদ জানান বরিশাল জেলা জমিয়াতের সম্পাদক জনাব মাওলানা আবদুল লতীফ।